মেহেরপুরে আর কোনো নতুন করোনা রোগী শনাক্ত হয়নি

মেহেরপুরে এখন পর্যন্ত করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে ২ জন। আজ বুধবার নতুন প্রাপ্ত ফলাফল ৫৮ টি এরমধ্যে (অসম্পূর্ণ আছে ১৯ টি) নেগেটিভ ৩৯ টি।

আজ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত ফলাফল ৩৪২ টি এরমধ্যে: পজেটিভ ২ টি, নেগেটিভ ৩২১ টি, অসম্পূর্ণ রয়েছে ১৯ টি।

আজ বুধবার দুপুরে মেহেরপুর এর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দীন মেহেরপুর প্রতিদিন কে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

করোনা কেড়ে নিল আরও ৮ জনের প্রাণ, নতুন আক্রান্ত ৬৪১

দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৬৩ জনে।

এই সময়ের মধ্যে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৪১ জন। এ নিয়ে সর্বমোট আক্রান্ত ৭ হাজার ৩০১ জন।

এছড়া গত ২৪ ঘণ্টায় ১১ জনসহ মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১৫০ জন।

বুধবার বিকালে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য তুলে ধরেন অধিদফতরটির অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

মেহেরপুরের বারাদীতে সামাজিক দূরত্ব না মেনেই চলছে টিসিবি পণ্য বিক্রয়

সারা বিশ্ব যেখানে করনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। সেখানে মেহেরপুরের বারাদীতে সরকারি নির্দেশনা না মেনেই চলছে টিসিবির বিভিন্ন রকমের পণ্য বিক্রয়।

আজ বুধবার সকাল ১০ টার সময় মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সামাজিক দূরত্ব না মেনেই চলছে টিসিবি পণ্য বিক্রি। যেখানে, প্রশাসনের দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও তারা ব্যর্থ। গাদাগাদি করে লাইনে দারিয়ে পণ্য নেওয়ার জন্য ভির করেছেন সাধারণ জনগণ।

এখানে ৬০ টাকা কেজি দরে ছোলা, ৫০ টাকা কেজি দরে মসুর ডাউল, ৫০ টাকা কেজি দরে চিনি, ১২০ টাকা কেজি দরে খেজুর ও ৮০ টাকা কেজি দরে তেল বিক্রিয় করা হচ্ছে।

তবে সকাল থেকে লাইনে দাড়িয়ে পণ্য না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে অনেক ক্রেতা কে।

রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর ইউনিটের সামাজিক সহায়তা প্রদান

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব অসংক্রামক মোকাবেলায় বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর ইউনিটের সহযোগিতায় কর্মহীন অসহায় পরিবারের মাঝে খাবার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১ টার দিকে সদরের ঝাউবাড়িয়া ও গাংনীতে শতাধিক সামাজিক সহয়তা প্রদান করা হয়।

রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর ইউনিটের সভাপতি ও জেলা পরিষষেদর চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চাল, ডাল, লবন, তেল, সুজি, চিনি কর্মহীন অসহায়দের মাঝে তুলে দেন।

অন্যদের মধ্যে জেলা সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. খন্দকার একরামুল হক হীরা, যুব প্রধান খন্দকার শামসুজ্জোহাসহ সদস্যবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও খামারিরা টিকে থাকতে আর্থিক প্রনোদনার দাবি

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় চুয়াডাঙ্গা জেলা চলছে লকডাউন। শুধুমাত্র চিকিৎসালয়, ফার্মেসী, কাঁচাবাজর, মুদিখানার দোকান বাদে সমস্ত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ। গত এক সপ্তাহ থেকে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গা জেলায় ভ্যান, রিক্সা, ইজিবাইকসহ সবধরনের অবৈধ যানবাহন চলাচল।

ফলে চরম বিপাকে পড়েছে খেটে খাওয়া দিনমজুর, নিম্নমধ্যবিত্ত - মধ্যবিত্তসহ বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা। বেশি বিপাকে পড়েছে ডেইরি খামারিরা।
আলমডাঙ্গা বাজারের বাবু মিষ্টান্ন ভান্ডারের দুইটি ও অধিকারী মিষ্টান্ন ভান্ডার দুইটি মোট ৪টি মিষ্টির দোকান বাদে প্রায় অর্ধশত মিষ্টির দোকানসহ উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বাজারে অবস্থিত শতাধিক মিষ্টির দোকান বন্ধ রয়েছে। যে কারণে কম দামে দুধ বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে খামারিরা।

আলমডাঙ্গার কুমারীর গ্রামের খামারি রানা মন্ডল জানান, “করোনাভাইরাসের কারণে বড় কোনো প্রতিষ্ঠান দুধ নিচ্ছে না। মিষ্টির দোকান ও হোটেল গুলোও বন্ধ। অল্প দামেও দুধ বিক্রি সম্ভব হচ্ছে না। এখানে দুধ সংরক্ষণ করে রাখার কোনো ব্যবস্থা

নেই। বর্তমানে আমার খামারে দুধ না দুইয়ে বাছুরকে দিয়ে সবই খাওয়ানো হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে খামারিরা পথে বসে যাবেন বলে মন্তব্য করেন।

কলেজ পাড়ার খামারি জেহুন আলী সেন্টু বলেন, ‘আমার খামারে ৬টি গাভী রয়েছে। দুধ বিক্রি করতে পারলে প্রতিদিন সাড়ে তিন থেকে চার হাজার টাকা আসতো। কিন্তু এত দুধ কোথায় বিক্রি করব? মিষ্টির দোকান বন্ধ।”

অন্যদিকে, বিভিন্ন খামারের মালিকরা তাদের খামারের পশুদের জন্য খাবার কিনতে না পেরে বিপাকে পড়েছেন। বর্তমানে যানবাহন চলাচল না করাতে পশুখাদ্যের দাম অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে লোকশানের বোঝা মাথায় নিয়ে খামার বন্ধ করা ছাড়া উপায় থাকবেনা বলে জানিয়েছেন আলমডাঙ্গার বিভিন্ন খামারের মালিকরা।

আলমডাঙ্গার কুমর নদ পাড়ের খামারি আব্দুল জব্বার লিপুর গরু মোটাতাজাকরণ খামার, ছাগল ও হাঁস-মুরগির খামারের বেহাল অবস্থা। তিনি বলেন, “প্রয়োজনীয় খাবার বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রতি পন বিচুলি আগে যেখানে নিত ১৩০ টাকা বর্তমানে তা হয়েছে ৩’শ ৫০ টাকা। তাও আবার সময় মতো পাওয়া যায়না। গরুর খামারে বছরে তিনবার গরু বিক্রি করা হয়ে থাকে। পহেলা বৈশাখ আর দুই ঈদে। এবারের পহেলা বৈশাখে একটিও গরু বিক্রি হয়নি। সামনে আসছে ঈদ। ঈদেও এবার কি হবে বলা মুসকিল।” খামার শিল্প বাঁচিয়ে রাখতে খামারিদের সুদমুক্ত ঋণ ও আর্থিক প্রণোদনার দাবি জানিয়েছেন।

নারায়ণগঞ্জে ২৪ ঘণ্টায় নমুনা সংগ্রহ ১৬০ জনের, আক্রান্ত ১৫০

করোনাভাইরাসের হটস্পট নারায়ণগঞ্জে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ১৫০ জন করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করা হয়েছে। যা জেলাটিতে একদিনে সর্বোচ্চ আক্রান্তের রেকর্ড। এ নিয়ে শিল্পনগরী নারায়ণগঞ্জে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন মোট ৮৪৯ জন।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) ওয়েবসাইট থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, ২৮ এপ্রিল সকাল ৮টা পর্যন্ত ঢাকার পরেই পার্শ্ববর্তী জেলা নারায়ণগঞ্জে সর্বাধিক রোগী শনাক্ত হয়েছে।
গতকাল বিকালে একই প্রতিবেদনে নারায়ণগঞ্জে করোনা রোগীর সংখ্যা ছিল ৬৯৯ জন। এছাড়া সকালে জেলাটির স্বাস্থ্য বিভাগের দৈনিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, মৃত্যু হয়েছে ৪২ জনের ও সুস্থ হয়েছে ৩০ জন।

গত ৮ মার্চ নারায়ণগঞ্জে প্রথম করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তি শনাক্তের ঘোষণা আসে। আর ৩০ মার্চ প্রথম জেলায় করোনা রোগীর মৃত্যু হয়। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনায় বিপর্যস্ত ইতালি, কাজে লাগলো ম্যারাডোনার সেই ১০ নাম্বার জার্সি

দীর্ঘদিন ইতালির নাপোলির হয়ে খেলেছেন ডিয়াগো ম্যারাডোনা। করোনাভাইরাসের হানায় সেই ইতালিই আজ মৃত্যুভূমি। আর এমন পরিস্থিতিতে ম্যারাডোনা নামক মানুষটার খুলে ফেলা জার্সিই আবার কাজে লাগল।

জানা গেছে, নিলামে উঠল ম্যারাডোনার চিরচেনা ১০ নাম্বার জার্সি। যা ৫৫ হাজার ইউরোতে বিক্রি হয়েছে। ম্যারাডোনার জার্সি বিক্রি করে পাওয়া এই অর্থ ইতালির নাপোলিতে করোনার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য ব্যবহার করা হবে। ইতালির প্রাক্তন ফুটবলার সিরো ফেরেরা ম্যারাডোনার জার্সিটি নিলাম করেন। ৩৩ বছর ধরে তাঁর কাছে ম্যারাডোনার জার্সিটি ছিল।

ম্যারাডোনার আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধেই ইতালির হয়ে সিরোর অভিষেক

হয়। ১৯৮৭ সালে একটি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ থেকেই ম্যারাডোনার সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব। সেই ম্যাচেই সিরোকে নিজের সেই জার্সি খুলে উপহার দিয়েছিলেন ম্যারাডোনা। সেই বন্ধুত্ব আরও প্রগাঢ় হয় ম্যারাডোনা নাপোলিতে খেলতে গেলে। ১৯৮৭ এবং ১৯৯০, এই দু’বছর সিরিআ খেতাব জিতেছিল নাপোলি। যে সাফল্যের পেছনে ম্যারাডোনা এবং ডিফেন্ডার সিরোর বিরাট অবদান ছিল।

করোনায় একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যুর রেকর্ড ভারতে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আক্রান্ত

ভারতের করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা এক হাজার ছাড়াল। এ পর্যন্ত দেশটিতে এক হাজার ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এ ছাড়া আক্রান্তের সংখ্যাও বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। মোট আক্রান্ত বেড়ে হয়েছে ৩১ হাজার ৩৩২ জন।

বুধবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৭৩ জনের। এটি দেশে রেকর্ড সংখ্যা বলে ধরা হচ্ছে। আর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৭ হাজার ৬৯৫ জন। খবর এই সময়ের।

আক্রান্তের সংখ্যার হিসাবে শীর্ষে রয়েছে মহারাষ্ট্র। তার পর গুজরাট ও দিল্লি।

মহারাষ্ট্রে মৃত্যুর সংখ্যাও বেশি। এই রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত ৪০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা ৯ হাজার ৩১৮ জন।

মুম্বাইয়ে ১০৭ পুলিশ সদস্য করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। দিল্লির অন্তত ১০০ চিকিৎসাকর্মী সংক্রমিত হয়েছেন বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। এখানে ৩ হাজার ৩১৪ জন করোনায় আক্রান্ত।

ঊড়িষ্যায় নতুন করে আরও একজনের শরীরে মিলল করোনা ভাইরাস। এ নিয়ে ঊড়িষ্যায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১৯। তাদের মধ্যে ৩৮ রোগী ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। এখন পর্যন্ত এ রাজ্যে একজন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। সূত্র-যুগান্তর

করোনা প্রতিরোধে যেভাবে সফল ভিয়েতনাম, মারা যায়নি একজনও

বিবিসি জানিয়েছে, বুধবার ভিয়েতনামে নতুন করে কোনো ভাইরাস আক্রান্ত ধরা পড়েনি। গত ১৩ দিনে কোনো কমিউনিটি ট্রান্সমিশনও হয়নি ভিয়েতনামে।

প্রায় ৯ কোটির ওপর জনসংখ্যার ওই দেশটিতে মোট করোনাভাইরাস রোগী পাওয়া গেছে ২৭০ জন, এরমধ্যে একজনও মারা যায়নি।

বিশ্বে প্রতি মিলিয়নে আক্রান্তের সংখ্যা এই দেশেই সবচেয়ে কম। দেশটির প্রধানমন্ত্রী তবুও জনগণকে সজাগ থাকতে বলেছে।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত সব রোগীদের সুস্থ করে তোলায় ভিয়েতনামের চিকিৎসকদের ভূয়সী প্রশংসা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)।

হু-এর কর্মকর্তা এবং স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভাইরাসটি বিস্তারের প্রাথমিক পর্যায়েই তা মোকাবিলায় দেশটির সরকারের নেয়া নানা জরুরি পদক্ষেপ বেশ ভালোভাবে কাজ করেছে বলেই এমনটা সম্ভব হয়েছে।

দেশটির প্রতিবেশী চীনসহ এশিয়ার দেশগুলোয় করোনায় আক্রান্ত রোগীর মৃতের সংখ্যা চিকিৎসক, সাধারণ মানুষ ও সরকারগুলো ভাবিয়ে তুলেছে। ভিয়েতনাম কীভাবে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ করে রেখেছে এবং আক্রান্ত রোগীদের মৃত্যু শূন্যের কোঠায় ধরে রেখেছে, সেই রহস্য তুলে ধরেছে নিউইয়র্ক টাইমস।

ভিয়েতনাম সরকারিভাবে স্বাস্থ্য খাতের বিনিয়োগ ও রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগ প্রতিরোধ করার যে কর্মসূচি বহুদিন ধরে চর্চা করে আসছে

করোনা প্রতিরোধ সেটি বড় ঢাল হিসেবে কাজ করেছে।

আর ‘কোভিড-১৯’ বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ার আগেই ভিয়েতনাম পুরো দেশটাই লকডাউন করে দিয়েছিল। এতে ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়েছে। প্রায় দশ কোটি অধ্যুষিত ভিয়েতনামে করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২৭০। এখন পর্যন্ত কেউ মারা যায়নি।

চীনের উহান থেকে ফেরা ৬৬ বছর বয়সী এক ভিয়েতনামি প্রথম করোনাভাইরাসে শনাক্ত হন। আনুষ্ঠানিকভাবে ২৩ জানুয়ারি প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্তের খবর প্রকাশ করে ভিয়েতনাম সরকার।

ওই দিন থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ‘কোভিড-১৯’ রোগীর সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ১৪ জনে।

এর মধ্যে দুই জন চীনা নাগরিক ছাড়া বাকি সবাই ভিয়েতনামি। ব্যাপক আকারে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে তখনই স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয় সরকার। পাশাপাশি করোনা নিয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালায় সাধারণ মানুষের মধ্যে। কীভাবে ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ে, কী করলে সুস্থ থাকবে, এটাই ছিল প্রচারের মূল্য বক্তব্য।

এসবের পাশাপাশি দেশটির স্বাস্থ্য বিভাগ সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের খুঁজে খুঁজে পরীক্ষা করেছে। তবে গত ২ মার্চ সর্বনাশটা ঘটায় দেশটির একজন প্রভাবশালী নারী ব্যবসায়ী।

ইউরোপের তিনটি দেশ ঘুরে ওই ব্যবসায়ী ভিয়েতনামের হ্যানয় বিমানবন্দরের দায়িত্বরত কর্মচারীদের পরীক্ষা ফাঁকি দিয়ে ঢুকে পড়েন দেশে।

বিমানবন্দরের পরীক্ষায় ফাঁকি দিলেও ভিয়েতনামের পুলিশ তাকে ঠিকই আটক করে। এরপর জানা যায়, তিনি করোনায় আক্রান্ত। এরপর ভিয়েতনাম সরকার একটা বড় পদক্ষেপ নেয়। সেটি হল, ওই নারী যে বিমানে এসেছিলেন, তার সব যাত্রীকে কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়।

তিনি যে রাস্তা দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই রাস্তা জীবাণুমুক্ত করা হয়, সেই পথের ধারে বাস করা প্রত্যেককে পরীক্ষা করা হয়।

ভিয়েতনামের স্বাস্থ্য বিভাগ মনে করে, যদি ইউরোপফেরত নারী বিমানবন্দরের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ফাঁকি না দিতেন, তাহলে আক্রান্তের সংখ্যা এত বাড়ত না। তবে চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপানের

তুলনায় ভিয়েতনাম এখন পর্যন্ত করোনা মোকাবেলায় যা করেছে, তা পুরো বিশ্বের জন্য অনুকরণীয়। সূত্র-যুগান্তর

কোভিড-১৯ মহামারীতে মৃত্যুপুরী বিশ্ব, মৃত্যু ২ লাখ ১৮ হাজার ছাড়াল

কোভিড-১৯ মহামারীর দাপটে মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে বিশ্ব। প্রতিদিন শয়ে শয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে। আক্রান্ত হচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ। সবশেষ তথ্যানুযায়ী করোনায় মৃত্যুর মিছিলে যোগ দিয়েছেন ২ লাখ ১৮ হাজারের বেশি মানুষ।

বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসে প্রাণহানি ও অসুস্থদের পরিসংখ্যান রাখা আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়ার্ল্ডওমিটারের তথ্যানুযায়ী, বুধবার সকাল সাড়ে ১০টা পর্যন্ত কোভিড ১৯-এ মারা গেছেন দুই লাখ ১৮ হাজার ১০ জন।

করোনাভাইরাসে এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে বিশ্বের ৩১ লাখ ৩৮ হাজার ৭৮৫ জন। তাদের মধ্যে বর্তমানে ১৯ লাখ ৬৪ হাজার ১২১ চিকিৎসাধীন এবং ৫৬ হাজার ৯৬৫ জন (৩ শতাংশ) আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন।

করোনায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ১০ লাখ ছাড়িয়েছে। মারা গেছেন ৫০ হাজারের বেশি মানুষ।

তবে ইতিবাচক খবর হচ্ছে– এ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর সুস্থ হয়ে উঠেছেন অনেক মানুষ। এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্তের মধ্যে ৯ লাখ ৫৫ হাজার ৮২৪ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

কোভিড-১৯ রোগ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে সেরে উঠেছেন এক লাখ ৪২ হাজার ২৩৮ জন, স্পেনে সেরে উঠেছেন এক লাখ ২৩ হাজার ৯০৩ জন, চীনের মূল ভূখণ্ডে ৭৭ হাজার ৫৭৮, ইরানে ৭২ হাজার ৪৩৯, ইতালিতে ৬৮ হাজার ৯৪১ এবং ফ্রান্সে ৪৬ হাজার ৮৮৬ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

এ ছাড়া তুরস্কে ৩৮ হাজার ৮০৯ জন, সুইজারল্যান্ডে ২২ হাজার ৬০০, কানাডায় ১৯ হাজার ১৯০, অস্ট্রিয়ায় ১২ হাজার ৫৮০, বেলজিয়ামে ১০ হাজার ৯৪৩, দক্ষিণ কোরিয়ায় আট হাজার ৯২২, অস্ট্রেলিয়ায় পাঁচ হাজার ৬২৬ এবং মালয়েশিয়ায় চার হাজার ৩২ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে উৎপত্তি হওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১০ দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারী ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

বাংলাদেশেও থাবা বসিয়েছে কোভিড ১৯। ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়। বাংলাদেশে মঙ্গলবার পর্যন্ত ১৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। মোট ছয় হাজার ৪৬২ জন করোনায় আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছে। সূত্র-যুগান্তর